দৈনিক ইনকিলাব

১৬

তারিখ AUG. 4. 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ডিগ্রী পরীক্ষায় ফেলের হার এবং

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৮ সালের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে গত শনিবার। ফলাফলে গড় ফেলের হার ৬৪ দশমিক ৩০ ভাগ এবং পাসের হার ৩৫ দশমিক ৭০ ভাগ। জানা গেছে, বিএ-তে ৩৪ দশমিক ৩৮, বিএসসি-তে ৪০ দশমিক ৭২, বিকম ৪২ দশমিক ৩৮ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ ঘোষিত হয়েছে। ফেলের গড় হার পাসের চেয়ে দেড়গুণ বেশী। স্বভাবতঃই এটাই প্রত্যাশিত যে, পাসের হার ফেলের চেয়ে বেশী হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, বরঞ্চ এর বিপরীত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। প্রশ্ন ওঠে, পরীক্ষার্থীরা তবে কি ফেল করার জন্য পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন? ডিগ্রী পরীক্ষার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় বেশিরভাগ পরীক্ষার্থীর ফেল করার ঘটনা নতুন নয়। স্বাধীনতার পর থেকে ফলাফলে এই দুঃখজনক বিপর্যয় ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পাসকোর্সের ফলাফলে শতকরা ৩, শতকরা ৫, শতকরা ১০, ১২, ১৩, ২০ পর্যন্ত পাস দেয়ার ঘটনাও আগে ঘটেছে। পাসকোর্সের পরীক্ষার্থীদের প্রতি এহেন আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে তা বলা যায় না। ডিগ্রী পরীক্ষাই অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর জীবনের শেষ পরীক্ষা। উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকের পক্ষেই স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া বা পড়া এদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সম্ভব হয় না। আর্থিক ও অন্যান্য কারণে তাদের লেখাপড়ার ইতি এখানেই ঘটে। ডিগ্রী পাসের পরই তারা কর্মজীবনে প্রবেশ করতে চায়। তাছাড়া স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সেশনজটের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজমান তাতে ভর্তির যোগ্যতা, সুযোগ এবং আর্থিক সঙ্গতি থাকলেও অনেকে উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহ দেখায় না। সে কারণেই ডিগ্রী পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এ ধরনের একটি পরীক্ষায় ফেল করা যে কোন ছাত্র-ছাত্রীর জন্যই দুর্ভাগ্যজনক। উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণীর লেখাপড়ার পার্থক্য বিরাট। দেশে-বিদেশে ডিগ্রীর সার্টিফিকেট গ্রাহ্য ও স্বীকৃত বিধায় এ ডিগ্রী অর্জনকারীর পক্ষে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার অর্জিত হয়। ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ডিগ্রী পড়া কোন যোগ্যতা বলে বিবেচিত হয় না। ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত ধরা হয়। ডিগ্রী পরীক্ষার সিলেবাস ব্যাপক এবং ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের আবার স্বল্পসময় পরই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার নিয়ম থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে সিলেবাস সম্পন্ন করে পাস করা কষ্টকর হয়ে উঠে। এ অবস্থায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারেও ডিগ্রী ফেল করার ঘটনা ঘটছে। আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় অনেকের পক্ষে আবার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় না। ফলে পরীক্ষার্থীদের জীবনে লেখাপড়ার দুঃখজনক ছেদ পড়ে যায়।

প্রশ্ন জাগে, আমাদের দেশের বিভিন্ন পরীক্ষাসহ অন্যান্য পরীক্ষায় ব্যাপক হারে ফেলের জন্য কি কেবল ছাত্র-ছাত্রীরাই দায়ী? অনেকেই বলবেন, প্রধানতই ছাত্র-ছাত্রীরা দায়ী। একথা সত্য যে, পরীক্ষার্থীদের অনেকেই ঠিকমত লেখাপড়া না করে পরীক্ষায় অংশ নেয়। কিন্তু ফলাফল প্রকাশ হলে দেখা যায়, সারা বছরের মনোযোগী এবং বিভিন্ন টেস্টে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেরই রোল ফেলের পাশে চলে গেছে।

সব বিষয়ে উচ্চতর নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরও কোন একটি বিষয়ে ৫/৬ নাম্বার পেতে দেখা গেছে। এগুলো বিশ্বাস্য ব্যাপার হতে পারে— এমন ভাবাও অবিশ্বাস্য কিন্তু বিগত অনেকগুলো বছর ধরে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। খারাপ ও মন্দ ছাত্র-ছাত্রীরা ফেল করে এটাই সকলের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা। কিন্তু এই সঙ্গে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও পড়ালেখার মান নিম্নগামী তা মানতে হবে। অধিকাংশ ডিগ্রী কলেজে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। ইংরেজীর শিক্ষক না থাকা আরও এক সমস্যা বটে। শিক্ষকরা যাওবা থাকেন তাদের একশ্রেণী সম্পর্কে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার অভিযোগ শোনা যায়। রাজনীতি এবং বিভিন্ন অবক্ষয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করছে।

পরীক্ষা ক্ষেত্রে নকল ও দুর্নীতি ছাত্র ফেলের হার বৃদ্ধির পেছনে আর একটি কারণ। পরীক্ষায় নকল ও দুর্নীতি ছেয়ে ফেলেছে। ছাত্রদের পড়াশোনা না করার কারণও এটি। পরীক্ষার্থীদের খাতা দেখা, পরীক্ষা গ্রহণ, টেবুলেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবহেলা, বিচ্যুতি ও দুর্নীতি সীমা অতিক্রম করে গেছে। প্রায় প্রতিটি পরীক্ষাতেই ছাত্র-ছাত্রীদের সার্টিফিকেট পরীক্ষাকে হেয় ও মূল্যহীন করে দেখা হচ্ছে। এর ফলে ফলাফল বিপর্যয় ঘটেই চলেছে। আলোচ্য ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা নিয়েও নানা অভিযোগ উঠেছে। পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে, বরগুনার পাথরঘাটা থানার সৈয়দ ফজলুল হক ডিগ্রী কলেজে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৭ জন কিন্তু প্রকাশিত ফলাফলে পাস করেছে ৫৪ জন। এই অসম্ভব কাণ্ড ঘটতে পারে কিভাবে— এটা ভাবাও বিস্ময়কর। খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক ফলাফল প্রকাশে চরম অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন। এ নিয়ে ঢাকা-টাংগাইল সড়ক অবরোধসহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ ও মিছিল, অগ্নিসংযোগ এবং ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। ডিগ্রী পাসকোর্সের পরীক্ষা নিয়ে এরূপ অভিযোগ ও বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া অনভিপ্রেত ও উদ্বেগজনক।

আমরা আশা করবো, ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে স্বার্থান্বেষী মহলের কার্যকলাপ তদন্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিচার করে দেখা হোক। দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ ফলাফলের বিপর্যয় রোধে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা শ্রেয়।